মোঃ আসাদুজ্জামান

অ্যাটর্নি-জেনারেল, বাংলাদেশ

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রিয় সুধী,

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের অভিভাষণ অনুষ্ঠানের এ মহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জনাব ড: সৈয়দ রেফাত আহমেদ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব অধ্যাপক ড: আসিফ নজরুল, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বাংলাদেশের বিচারালয়ের হৃদপিন্ড হিসেবে বিবেচিত অধ:স্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা।

আজকের এই অভিভাষণ অনুষ্ঠান শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ফাইয়াজসহ অসংখ্য ছাত্র-জনতার রক্তের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে, তাঁদের সকলের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সালাম। অনেকের আত্মত্যাগ, অনেকের পঙ্গুত্ববরণ, অসংখ্য মানুষের নির্যাতিত হওয়ার দুঃসহ গল্পের বিনিময়ে আমরা নতুন এক স্বদেশ পেয়েছি; গোটা জাতির মত আমিও তাঁদের কাছে ঋনি।

প্রিয় সুধী,

আপনারা জানেন, বর্তমান সরকার কোন রাজনৈতিক দল কিংবা জোটের সরকার নয়, এই সরকার বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে অর্জিত জুলাই বিপ্লব কিংবা জুলাই অভ্যুত্থানের ফসল যার মূল অবয়ব হলো ফ্যাসিস্ট বিরোধী সকল দল-মত-পথ-জনতার সরকার। বর্তমান সময়কে অনেকেই ভালোবেসে দ্বিতীয় স্বাধীনতা কিংবা জুলাই বিপ্লবোত্তর সময় বলে থাকেন। যে নামে, যে ভাষায়, যে বিশেষনেই সরকার কিংবা বর্তমান সময়কে ডাকা হোক না কেন, মাত্র দেড় মাস আগেও যে বাংলাদেশের কথা আমরা ভাবতে পারিনি; আজ সেই স্বপ্নের বাংলাদেশের সিঁড়িতে আমরা দাঁড়িয়ে।

প্রিয় সুধী,

আপনারা জানেন, বিগত দেড় দশকের মত সময়ে খুন, গুম, মামলা, হামলা, দমন-নিপীড়ন ও লুটপাটের মাধ্যমে নাগরিকদের ন্যূনতম মানবাধিকার কিংবা ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের "৩৬ জুলাই" পর্যন্ত চার হাজারের বেশী মানুষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং সাত শ'য়ের বেশী মানুষ গুমের শিকার হয়েছিল, ষাট লক্ষাধিক মানুষ গায়েবী মামলার আসামী হয়েছিল, কথা বলার স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকারসমূহ হরণের মাধ্যমে বিরোধী মত দমনের নিকৃষ্টতম ইতিহাস রচিত হয়েছিল। সেই দূ:সময়ে আমাদের বিচার বিভাগ ন্যায় বিচারের ঝান্ডা তুলে ধরতে হয় ব্যর্থ হয়েছিল, হয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল, নয় নতজানু অবস্থান নিয়েছিল বলে জন-ধারণা আছে যা আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি। আপনারা জেনে আনন্দতি হবেন যে, "৩৬ জুলাই" থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কেউ বিচার বর্হিভূত কোন হত্যাকান্ড কিংবা গুমের শিকার হয়নি। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ভিকটিম ফ্যামিলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনী গন্ডি অতিক্রম করেছে বলে আমরা লক্ষ্য করেছি এবং সেই বিষয়ে আমি উদ্যোগ নিয়ে জনমনে ভীতি দূর করতে সরকারের নিকট বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মৌখিক সুপারিশ করেছিলাম যার মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতোমধ্যেই সরকার সাদরে গ্রহন এবং বাস্তবায়ন করেছে; সেজন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় সুধী,

আমি বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা করি, নতুন সরকারের অন্যতম প্রথম প্রতিশ্রুতি হবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম বিচার ব্যবস্থা এবং সে বিষয়ে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। ছাত্র-জনতার স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মানের পথে এটিই হবে মূল ভিত্তি। তবে সে লক্ষ্য অর্জনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিচারকদের মানসিক স্বাধীনতা, নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম মনে করা, প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করা; যা প্রত্যেক বিচারকের মৌলিক দায়িত্ব। অষ্টম সংশোধনী মামলা বা ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের All Indian Judges Association মামলা এবং আমাদের সুপ্রীম কোর্টের Warrant of Precedence মামলার রায়ে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা দূ:খের সাথে লক্ষ্য করছি, আমাদের বিচারকদের পদ-পদবী, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি হলেও তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মানসিকতা হ্রাস পেয়েছে। বিচার বিভাগের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল দূর্নীতি যা অর্থনৈতিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক দূর্নীতি হতে পারে। জাতি প্রত্যাশা করে, বিচার বিভাগ যে কোন ধরনের

দূর্নীতি কিংবা সিন্ডিকেট মুক্ত হোক। দূর্নীতির প্রচলিত ধারণায় অর্থনৈতিক লেনদেনকে বুঝালেও, বুদ্ধিবৃত্তিক দূর্নীতি ডিনামাইটের চেয়েও ধ্বংসাত্মক, এটমবোমার চেয়েও ভয়াবহ, ক্যানসারের চেয়েও মরণঘাতি। সুতরাং শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের সকল স্তর থেকে দূর্নীতি নির্মূল করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব এবং বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রিয় সুধী,

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের নিরীক্ষক এবং অভিভাবক বিচার বিভাগ। যখন অন্য দুই অঙ্গ এড়িয়ে যায়, ভুল করে, অন্যায় বা অবৈধ কোন কিছু করে, তখন বিচার বিভাগ সাড়া দেয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতির উর্দ্ধে উঠে বিচারক সুলভ ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও ঐতিহ্য মনে প্রাণে ধারণ করে দায়িত্ব পালন করলে বিচার বিভাগ তার সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশকে কাংখিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অনেক বড় সুযোগ আমরা পেয়েছি। আসুন আমরা জাতির স্বপ্ন পূরণের এ সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে এগিয়ে যাই অপার সম্ভাবনার পথ ধরে।

প্রিয় সুধী,

সর্বাবস্থায় আইনের শাসনকেই মূল্য দিতে হবে। লর্ড ডেনিং বলেছিলেন, "তুমি যত উঁচুই হও, আইন তোমার উর্দ্ধে"। সুতরাং কেউই আইনের উর্দ্ধে নয়। এই নীতিকে লালন করতে হবে সর্বদা। যতই বাধা আসুক, বিচারকের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। অনুরাগ বা বিরাগ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। বিচারক সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ থেকে সত্যকে ছেঁকে তোলার কাজটি করেন। এভাবেই সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য নিজেকে প্রথমে সততার প্রশ্নে মানোত্তীর্ণ হতে হবে। একজন বিচারকের জন্য সততা ও নিষ্ঠার বিকল্প নেই। ন্যায়বিচারের সওগাত বিচারপ্রার্থীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে আপনাদেরকেই। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যকর করতে হবে। প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এর বিধান কার্যকরে সচেষ্ট হতে হবে যা মামলা জট কমানোর জন্য এটি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হতে পারে। আশা করি সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।

প্রিয় সুধী,

আদালতের কর্মঘন্টার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। যথাসময়ে রায় ও আদেশ প্রকাশ, নিয়মিত সাক্ষ্যগ্রহণ এবং পড়াশোনার মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিকার নিশ্চিত করা অবশ্য কর্তব্য যা জনভোগান্তি কমাবে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আদেশ প্রতিপালনে কোন শৈথিল্য প্রদর্শণ কাম্য নয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে উচ্চ আদালতের আদেশ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জামিনযোগ্য ধারায় আসামীর জামিন আবেদন উপেক্ষা করা আইনসম্মত নয়। এক্ষেত্রে আসামী জামিন পাওয়ার অধিকার রাখে। আবার বড় মাপের অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা স্বত্বেও জামিন দেওয়ার ঘটনা দেখা গিয়েছে। সে বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকা এবং আইন অনুযায়ী কর্তব্য পালন করা জরুরী বলে আমি মনে করি।

প্রিয় সুধী,

অনেক যোগসূত্রহীন মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী তদন্তে অগ্রগতি নিয়ে আসে। তবে সেক্ষেত্রে জবানবন্দী রেকর্ডকারী ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনেক গুরুদায়িত্ব রয়েছে। জবানবন্দী প্রদানকারী ব্যক্তির শংকাহীন, প্রলোভনহীন ও নিরাপদ অবস্থায় বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করা ম্যাজিস্ট্রেট-এর দায়িত্ব। নতুবা নারায়ণগঞ্জের দিশামনির ঘটনার পূণরাবৃত্তি হবে যেখানে দেখা যায়, আসামীরা স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছে, তারা দিশামনিকে হত্যা করে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দিয়েছে। অথচ ৪৯ দিন পর সে ফিরে এসে বলেছে, তাকে মেরে ফেলা হয়নি। সঠিকভাবে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা নিশ্চিত করতে না পারলে এমন অনাকাংখিত ঘটনা ঘটতেই থাকবে। ফলে অপরাধী ও অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তিই সুবিচার পাবে না।

প্রিয় সুধী,

অনেক বিচারকের মাঝেই ঢাকামুখী হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। চৌকি আদালতের বিচারকগণ সপ্তাহে ২/৩ দিনের বেশি এলাকায় থাকেন না মর্মে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বিচারকদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় দেখা যাচ্ছে যা বিচার বিভাগের গাম্ভীর্যকে স্পর্শ করে। আমাদের সকলের উচিত এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা। পাশাপাশি আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, বিগত সময়ে যে সব বিচারক ফ্যাসিজমের দোসর হিসাবে মানুষের অধিকার হরণে ভূমিকা রেখেছেন, তারা এখন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং পেয়েছেন। এসব বিষয়

চলমান থাকলে জাতির কাছে ভুল মেসেজ যাবে; মাননীয় আইন উপদেষ্টা এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতির অফিসকে এ বিষয়ে যথাযথভাবে সতর্ক থাকার জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

প্রিয় সুধী,

আমরা জানি, নিম্ন আদালতের অনেক বিচারক ও বিচারালয়ে যথেষ্ট লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব বিদ্যমান, অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের আবাসনের সমস্যা প্রকট। মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় আইন উপদেষ্টার কাছে আমার আবেদন থাকবে, এই অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনারা নিবেন।

প্রিয় সুধী,

সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআনের সূরা মায়েদার ৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "যখন তুমি বিচার কর, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফায়সালা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন"। একইভাবে পৃথিবির প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি আদর্শ ও মতবাদই ন্যায়বিচারের কথা বলে। সেই ন্যায়বিচারের ধারক, বাহক ও অভিভাবক হলেন আপনারা। আপনারা জানেন বিশ্ব বিখ্যাত বিপ্লবী আর্নেস্ত চে-গুয়েভারার বিখ্যাত উক্তি "অন্যায় যখন নিয়ম হয়ে ওঠে, প্রতিরোধ তখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়", এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে এবারের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। সেই আন্দোলনে ছাত্র-জনতা কর্তৃত্ববাদ-স্বৈরাচার-নৈরাজ্যবাদের পতন ঘটিয়েছে। ঘন-কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশকে রক্তের লাল রঙে রাঙিয়ে, আঁধারের বুক চিরে আলো ঝলমলে নতুন এক বাংলাদেশ এনে দিয়েছে আমাদের বীর ছাত্র-জনতা। তাঁরা এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে দিয়ে গিয়েছে আমাদের জন্য। এখন আমাদের কর্তব্য হলো নতুন বাংলাদেশকে অর্থবহ করে তোলা। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া; যেমনভাবে গ্রীক দেবতা প্রমিথিউস অলিম্পিয়ান থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষকে দিতেন। আপনারা হয়ে উঠুন একেকজন প্রমিথিউস। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ স্বপ্নীল সাজে সেজে উঠুক, নতুন রঙে রঙিন হোক; ভ্যানগগ কিংবা পিকাসোর রং তুলিতে নয়, দেশের যোগ্যতম প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গোটা বিচারক টিমের মেধা, প্রজ্ঞা, সততা আর হৃদয় উৎসারিত ভালবাসার নৈবেদ্য নিবেদনের মাধ্যমে।

সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ ও সুন্দর থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।